# ইউনিট - ১৪

## আদর্শ জীবনচরিত - ১

**ভূমিকা** *মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগতিক ও পারমার্থিক কল্যাণ লাভ। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির সুব্যবস্থায় জাগতিক কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু পারমার্থিক কল্যাণ লাভের জন্য আরও কিছু চাই; চাই আত্মিক উন্নতি সাধন। আর এ উদ্দেশ্যে মানুষকে ধর্মীয় আদর্শ অনুশীলন করতে হয়। তবে সাধারণ মানুষ অল্প বুদ্ধি দিয়ে ধর্মীয় রীতি-নীতির তাৎপর্য বুঝতে পারে না এবং তা অনুসরণ করতেও উৎসাহ পায় না। তারা জীবনপথে চলার আদর্শ হিসেবে সমাজের মহান ব্যক্তিত্বদের অনুগামী হয়ে থাকে। মহাপুরুষদের জীবনী থেকে সাধারণ মানুষ শিক্ষা লাভ করে। তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে জীবন গড়ে থাকে। আর এ জন্যই ধর্মশিক্ষার গ্রন্থে সুমহান ব্যক্তিদের জীবন-চরিত আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে।*

*এ ইউনিটে সন্নিবেশিত হয়েছে হিন্দু ধর্মের তিনজন অবতার পুরুষদের কথা- শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের কথা। রাম সীতার বিবাহ, পিতৃসত্য পালনের জন্য রামের বনগমন ইত্যাদি বিষয় এখানে বর্ণিত হয়েছে। এখানে আরো রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কাহিনী, বাল্যলীলা, কংস, জরাসন্ধ ও শিশুপাল বধের কথা। এছাড়া এ পাঠের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যের পাণ্ডিত্য, প্রেমভক্তি, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও নীলাচলে তাঁর সাধনার কথা জানা যাবে।*

## পাঠ-১ শ্রীরামচন্দ্র

### উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- শ্রীরামচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত লিখতে পারবেন।
- শ্রীরামচন্দ্রের বিয়ে সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কি কারণে শ্রীরামচন্দ্রকে বনে গমন করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বনভূমিতে শ্রীরামচন্দ্রের সাথে ভরতের সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিতে পারবেন।

### বিষয়বস্তু

ত্রেতাযুগের কথা। বিষ্ণুর অবতাররূপে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চরিত্র যেমন বিশাল তেমনি বিস্ময়কর। রামচন্দ্র দশ-অবতারের অন্যতমরূপে পূজিত হয়ে থাকেন। রাম-নাম জপ করলে পাপ নষ্ট হয়।

অযোধ্যার রাজা দশরথ। বিশাল সাম্রাজ্য আর অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী তিনি। কিন্তু সন্তানহীন অবস্থায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না। মন্ত্রীদের পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে মনস্থ করলেন তিনি। স্থির হল যজ্ঞ করবেন মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ। যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন দেবতাগণ। ব্রহ্মার বরে লঙ্কাধিপতি রাবণ অত্যাচারী হয়ে উঠায় দেবতারাও ভীত। সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ব্রহ্মার নিকট দেবগণ রাবণের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেন এবং তার বিনাশ যাতে হয় তাঁর উপায় জানতে চান। উত্তরে ব্রহ্মা বলেন 'আমার বরে গন্ধর্ব, যক্ষ, দেবতা ও রাক্ষসগণ রাবণকে বধ করতে পারবে না। তবে মানুষের হাতেই তাকে মরতে হবে। এ ব্যাপারে তোমরা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও।'

এই সময় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী জগদীশ্বর বিষ্ণু সভায় উপস্থিত হলেন। দেবতারা তাঁর স্তব করে অত্যাচারী রাবণের বিনাশের আশু ব্যবস্থা করতে প্রার্থনা জানালেন। বিষ্ণু দেবতাদেরকে অভয় দিয়ে বললেন, তিনি শীঘ্রই রাজা দশরথের ঘরে জন্মগ্রহণ করে রাবণকে বধ করবেন। যথাসময়ে মুনি ঋষশৃঙ্গ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞের ফলস্বরূপ— যথাসময়ে বড় রানী কৌশল্যার গর্ভে শ্রীরামচন্দ্র, মেঝরানী কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং ছোটরানী সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। রাজা দশরথসহ রাজ-পরিবারের সকলেই আনন্দিত হলেন এবং এ উপলক্ষে প্রচুর ধনরত্ন দান করা হল।

*শ্রীরামচন্দ্র*

রাজা দশরথের ছেলে চারজনই যেমনি সুশ্রী ও বুদ্ধিমান তেমনি তাঁদের মিষ্ট স্বভাব। অল্পদিনের ভেতরেই তাঁরা শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। ছেলেদের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে দশরথ খুবই খুশি। একদিন তিনি পুরোহিত ও মন্ত্রীদের নিয়ে ছেলেদের বিয়ে দেয়ার পরামর্শ করছেন। এমন সময় বিশ্বামিত্র মুনি এসে উপস্থিত হলেন। রাজা দশরথ মুনিকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "আপনার সদয় আগমনে আমরা ধন্য। এবার যদি অনুগ্রহ করে আপনার আগমনের কারণ জানান, তবে ভাল হয়।"

উত্তরে বিশ্বামিত্র বললেন, মারীচ ও সুবাহু নামে দুই রাক্ষস তাঁর যজ্ঞক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। এদের বিনাশ করার জন্য রামচন্দ্রকে তিনি নিতে এসেছেন।

রাজা দশরথের সম্মতি পেয়ে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র তাঁর আশ্রমের দিকে রওনা হলেন।

পথ চলতে চলতে রাম-লক্ষ্মণ রাক্ষসদের অত্যাচারের কাহিনী শুনলেন। বিশ্বামিত্রের নির্দেশে রামচন্দ্র তারকা রাক্ষুসী, সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসদের বধ করেন। মারীচ নামক রাক্ষসটিকে রামচন্দ্র বর্শাঘাতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। মুনিদের যজ্ঞক্রিয়ার বিঘ্ন দূর হল। বিশ্বামিত্র তুষ্ট হয়ে রামচন্দ্রকে নানারূপ ভয়ঙ্কর ও আশ্চর্য অস্ত্রবিদ্যা দান করলেন। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার কয়েকদিন পর রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে তিনি মিথিলায় গমন করেন। মিথিলার রাজা জনক রাম ও লক্ষ্মণকে দেখেন এবং তাঁদের পরিচয় জেনে অত্যন্ত খুশি হলেন। বিশ্বামিত্র রাজা জনককে বললেন, "আপনার নিকট যে হরধনুটি রয়েছে সেটি রাম-লক্ষ্মণ একবার দেখতে চান।"

ধনুকের কথা উঠাতেই রাজর্ষি জনক বললেন, "শিবের এই ধনুকে যিনি গুণ দিতে পারবেন তাঁর সঙ্গেই আমার মেয়ে সীতার বিয়ে দেওয়া হবে।" রামচন্দ্র ধনুকটিতে গুণ পরালেন। তারপর গুণ ধরে টান দিতেই ধনুকটি ভেঙ্গে দুখণ্ড হয়ে গেল।

হরধনু ভঙ্গকারী শ্রীরামচন্দ্রের বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব পাঠান হল রাজা দশরথের নিকট। দশরথ তুষ্ট হয়ে সকলকে নিয়ে মিথিলায় চলে এলেন। আলাপ-আলোচনায় স্থির হল, রাজা জনকের দুই মেয়ে এবং তাঁর ভাই কুশধ্বজের মেয়ে দু'টিকে রাজা দশরথের চার পুত্রের সঙ্গে একত্রে বিয়ে দেওয়া হবে। মহা ধুমধামের মধ্যদিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার, লক্ষ্মণের সাথে উর্মিলার, ভরতের সাথে মাণ্ডবীর এবং শত্রুঘ্নের সাথে শ্রুতকীর্তির বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর রাজা দশরথ সকলকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরলেন। রাজ-পরিবার আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠল।

রাম-সীতার বিয়ের পর বার বছর চলে গেল। রাম এখন পঁচিশ বছরের যুবক। মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাচ্ছেন। অভিষেকের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। পরের দিন ভোরেই অভিষেক। দাসী মন্থরার কু-পরামর্শে রানী কৈকেয়ী রাজার প্রতিশ্রুত দু'টি বর চেয়ে বসলেন।

"এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে রামেরে পাঠাও কানন।।"

কৈকেয়ীর প্রার্থনায় দশরথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। অনেক চেষ্টা করেও কৈকেয়ীর মত পরিবর্তন করা গেল না। ভোর বেলায় অভিষেকের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন রামচন্দ্র। রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তিনি কিছুই বলতে পারছেন না; মুহুর্মুহু মূর্ছা যাচ্ছেন। তখন রানী কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে সব খুলে বললেন। রামচন্দ্র ধীর-স্থিরভাবে পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "পিতা, আপনি দুঃখ করবেন না। আপনি সত্য রক্ষা করুন। আমি ভরতকে আশীর্বাদ করছি। সে অযোধ্যার সিংহাসনে বসুক, আমি বনে যাচ্ছি।"

দেখতে দেখতে রামচন্দ্রের বনগমনের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাজ-পরিবারসহ সমস্ত অযোধ্যায় দুঃখের ছায়া নেমে এল। পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণসহ চৌদ্দ বছরের জন্য বনে গমন করছেন।

এদিকে রাম বনগমনের পর পুত্রশোকে দশরথ প্রাণ ত্যাগ করেন। ভরত মাতুলালয় থেকে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জেনে দুঃখিত হন। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য কুলগুরু বশিষ্ঠ ও মায়েদের নিয়ে চিত্রকূট পর্বতে এসে উপস্থিত হন। সকলেই রামচন্দ্রকে বনবাস থেকে ফিরে আসার অনুরোধ করেন। কিন্তু রামচন্দ্র কিছুতেই রাজি হলেন না। তখন ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা নিয়ে এসে সিংহাসনে স্থাপন করেন এবং নিজে রামের প্রতিনিধি হয়ে নন্দী গ্রামে বাস করে রাজ্য-শাসন করতে থাকেন।

## সারাংশ

বিষ্ণুর অবতাররূপে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দশরথ, মাতা কৌশল্যা।

রাজা দশরথের দ্বিতীয় পত্নী কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং তৃতীয় পত্নী সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্র জনক রাজার হরধনু ভঙ্গ করেন এবং সীতাকে বিয়ে করেন। একই সঙ্গে লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নেরও বিয়ে হয়।
শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক হবে। কৈকেয়ী রাজা দশরথের প্রতিশ্রুত দুটি বর চাইলেন। এক বরে রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে হবে, দ্বিতীয় বরে ভরতকে সিংহাসনে বসাতে হবে। পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাসহ বনে গেলেন। রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করে ভরত রামচন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.১

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।**

১. কোন দেবতা শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন?
ক. বিষ্ণু　　খ. শিব
গ. কার্তিক　　ঘ. গণেশ

২. শ্রীরামচন্দ্র কি করে জনক রাজার কন্যা সীতাকে বিয়ে করেন?
ক. রাক্ষস বধ করে　　খ. যুদ্ধে জয়লাভ করে
গ. হরধনু ভঙ্গ করে　　ঘ. বিশ্বামিত্রের আদেশ পালন করে

৩. "একবরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন
আর বরে রামেরে পাঠাও কানন।"
— এ কথা কে বলেছিলেন?
ক. কৌশল্যা　　খ. কৈকেয়ী
গ. সুমিত্রা　　ঘ. মাণ্ডবী

৪. ভরত কার পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করেছিলেন?
ক. দশরথের　　খ. বশিষ্ঠের
গ. ভরদ্বাজের　　ঘ. রামচন্দ্রের

# পাঠ-২ শ্রীরামচন্দ্র

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- পঞ্চবটীবন থেকে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের কাহিনী বলতে পারবেন।
- সুগ্রীবের সহায়তায় লঙ্কা থেকে সীতা উদ্ধারের বিষয়টি বর্ণনা করতে পারবেন।
- অযোধ্যায় ফিরে এসে রামচন্দ্রের রাজ্যভার গ্রহণ এবং সীতা নির্বাসনের কথা লিখতে পারবেন।
- লক্ষ্মণ বর্জন এবং শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।

## বিষয়বস্তু

শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা নিয়ে ভরত অযোধ্যায় ফিরে গেছেন। এদিকে রামচন্দ্র চিত্রকূট ছেড়ে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। এরপর মহর্ষি অগস্ত্যের অনুমতিক্রমে রাম গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বনে যান। সেখানে কুটির নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। তখন ওই বনটি ছিল রাক্ষসে পরিপূর্ণ। রাবনের বিধবা বোন শূর্পণখাও ওই বনে বাস করতেন। প্রথমে শূর্পণখা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের কাছে প্রণয়ন নিবেদন করে অপমানিতা হয়। লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক ও কান কেটে দেন। অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য শূর্পণখা তার ভাই রাবণকে উত্তেজিত করে তোলে। এছাড়া রামের স্ত্রী সীতার রূপ-লাবণ্যের কথাও রাবণকে বলে। রাবণ একদিকে ভগ্নীর অপমানের প্রতিশোধে এবং অপরদিকে সীতার রূপ-লাবণ্যের বর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে তারকা রাক্ষসীর পুত্র মারীচের সাথে পঞ্চবটী বনে উপস্থিত হলেন। মারীচ ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করতে পারত। সে স্বর্ণ-মৃগের রূপ ধরে সীতার সামনে ঘোরাফেরা করতে লাগল। সীতা স্বর্ণ-মৃগের জন্য বায়না ধরল। সীতার পাহারায় লক্ষ্মণকে রেখে রাম স্বর্ণ-মৃগের পিছনে ছুটলেন। শর বিদ্ধ স্বর্ণ-মৃগটি রামের কণ্ঠস্বরে "হা লক্ষ্মণ", "হা সীতা" বলে প্রাণ ত্যাগ করল। এটি রাক্ষস মারীচের মায়াবী খেলা। রামের কণ্ঠে কাতর উক্তি শুনে সীতা মনে করলেন রাম বিপদগ্রস্ত। তিনি লক্ষ্মণকে পাঠালেন রামকে সাহায্য করতে। এই সুযোগে রাবণ ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হয়ে সীতাকে নিজের রথে করে লঙ্কার দিকে প্রস্থান করলেন।

রাম-লক্ষ্মণ কুটিরে ফিরে এসে সীতাকে দেখতে পেলেন না। সীতাকে হারিয়ে তাঁরা পাগলের মত হয়ে গেলেন। খোঁজবার পথে জটায়ুর সঙ্গে দেখা। জটায়ু বলল, "রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে।"

ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ হয়। সুগ্রীব তাঁদেরকে সীতার সন্ধান জানালেন। রাবণের রথ থেকে ফেলে দেয়া সীতার অলঙ্কার সুগ্রীব তাঁদের দেখালেন। সুগ্রীবের সঙ্গে রামের বন্ধুত্ব হল। রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধারের জন্য সুগ্রীব তাঁর বানর সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। বানর দলের প্রধান হনুমান রামচন্দ্রের পরম ভক্ত হয়ে পড়ে। এই হনুমানই প্রথম লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে অশোক বনে সীতার সন্ধান পায়।

রাম-লক্ষ্মণ হনুমানের মুখে সীতার সন্ধান জানলেন। সুগ্রীবের সহায়তায় সীতা উদ্ধারের প্রস্তুতি চলল। এদিকে রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ সীতাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এতে রাবণ ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং বিভীষণকে অপমান করেন। ক্ষুব্ধ বিভীষণ রামচন্দ্রের পক্ষে যোগদান করেন। বিভীষণের পরামর্শে বন্ধু সুগ্রীবের বানর সেনার সহযোগে রামচন্দ্র রাবণকে স্ববংশে সংহার করে সীতাকে উদ্ধার করলেন। তখন লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন বিভীষণকে।

এরূপে চৌদ্দ বছর বনবাস জীবন কাটিয়ে রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা অযোধ্যায় ফিরে আসেন। ভরত রামের হাতে রাজ্যভার তুলে দেন। রামচন্দ্রের শাসনে প্রজারা খুবই তুষ্ট। একদিন রাম গুপ্তচরের মুখে জানতে পারলেন রাবণের ঘরে সীতার অবস্থান নিয়ে প্রজাদের মধ্যে কুৎসা রটনা হচ্ছে। সীতাকে তিনি সতীসাধ্বী বলে জানেন। কিন্তু রাজা হয়ে প্রজাদের মনস্তুষ্টি তাঁর প্রথম কাম্য। তিনি

সীতাকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। লক্ষ্মণের মাধ্যমে সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে নির্বাসন দিলেন। সীতা তখন গর্ভবতী।

বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যক্তা সীতা যমজ পুত্র প্রসব করেন। বাল্মীকি তাঁদের নাম রাখেন লব ও কুশ। মহর্ষি লব ও কুশকে যত্ন সহকারে শিক্ষা দেন ও তাদেরকে রামায়ণ গান শেখান।

এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। নিমন্ত্রিত হয়ে বাল্মীকি লব ও কুশকে নিয়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। লব-কুশের কণ্ঠে রামায়ণ গান শুনে রামচন্দ্র মুগ্ধ। লব-কুশের চেহারা দেখে রামচন্দ্র বুঝলেন এরা তাঁরই পুত্র। বাল্মীকি এদের পরিচয় দিলেন। তিনি সীতার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথাও বললেন। সীতাকে রাজসভায় আনা হল। রাম সীতাকে সতীত্বের পরীক্ষা দেয়ার কথা পুনরায় তুললেন। এতে সীতা অত্যন্ত ব্যথিতা হলেন। সীতা মাতা বসুধার কোলে স্থান পাবার প্রার্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ সীতার পায়ের তলা থেকে মাটি ভেদ করে ধরিত্রী দেবীর আবির্ভাব হল। তিনি সীতাকে কোলে নিয়ে পাতালে প্রবেশ করলেন। এ ঘটনায় সভায় বিষণ্নভাব নেমে এল।

কিছুদিন পরের ঘটনা, কালপুরুষ একদিন রামের কাছে এসে উপস্থিত। তিনি গোপনে রামের সঙ্গে কথা বলবেন। স্থির হল তাঁদের গোপন কথাবার্তার সময় কেউ সেখানে উপস্থিত হলে রাম তাঁকে বর্জন করবেন। দ্বারে প্রহরী লক্ষ্মণ। এমন সময় দুর্বাসা মুনি এসে উপস্থিত হলেন। তিনি জরুরিভাবে রামের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। লক্ষ্মণ রামের ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে তাঁকে অপেক্ষা করার অনুরোধ করলেন। দুর্বাসা ক্ষিপ্ত হয়ে রামের বংশ বিনাশ করার হুমকি দিলেন। তখন লক্ষ্মণ বাধ্য হয়ে রামের নিকট উপস্থিত হলেন। পূর্বশর্ত লঙ্ঘিত হল; রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বর্জন করলেন। লক্ষ্মণ মনের দুঃখে সরযু নদীতে আত্মবিসর্জন করলেন।

লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রামচন্দ্র শোকে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন। লব-কুশকে রাজ্যভার দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র সরযু নদীতে প্রবেশ করে যোগবলে প্রাণত্যাগ করেন।

শ্রীরামচন্দ্রের ঘটনাবহুল জীবনে তাঁর চরিত্রের নীতিজ্ঞান, কর্তব্যবুদ্ধি, আদর্শস্থাপন ও সতেজ পৌরুষের দিকগুলো সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর চরিত্রের আদর্শ কেবল মহাবিস্ময়ের বস্তুই নয়, অন্তরের পরম পূজনীয় সামগ্রী হয়ে রয়েছে।

### শ্রীরামচন্দ্রের উপদেশ :

১। আত্মা সদা একরূপ; আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, বৃদ্ধি নেই, ক্ষয় নেই, এই আত্মা স্ব-প্রকাশ, সর্ব ব্যাপক ও অদ্বিতীয়।

২। এই বিশ্বকে পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞান হলেই বাহ্য ও আত্মার দৃষ্টি নষ্ট হয়ে য়ায় অর্থাৎ হৃদয়ে নিরন্তর ব্রহ্ম দর্শন হয়ে থাকে।

৩। জ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যা বিনষ্ট হয়। জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না।

৪। যে ব্যক্তি মায়াময় জগৎকে পরিত্যাগ করে নির্মলচিত্তে আমাকে অর্থাৎ বিষ্ণুকে চিন্তা করেন তিনি পরম সুখ ও নিত্যানন্দ লাভ করতে পারেন।

## সারাংশ

বনবাসী শ্রীরামচন্দ্র পাঞ্চবটী বনে বসবাস করতে থাকেন। সেখান থেকে রাবণ ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যায়। রাবণকে হত্যা করে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করেন। অযোধ্যায় ফিরে শ্রীরামচন্দ্র রাজা হন। প্রজাদের মধ্যে সীতার চরিত্র সম্পর্কে গুঞ্জন উঠলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে নির্বাসন দেন। মহর্ষি বাল্মীকি সীতা ও তার দুই যমজ পুত্র লব-কুশকে প্রতিপালন করেন। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে বাল্মীকি সীতার পবিত্রতা তুলে ধরলে

শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলেন। সীতা মনের দুঃখে পাতালে প্রবেশ করেন। কাল-পুরুষের ষড়যন্ত্রে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বর্জন করেন। লক্ষ্মণ দেহত্যাগ করলে শ্রীরামচন্দ্রও সরযু নদীতে যোগবলে পরলোকগমন করেন। শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ চরিত্র যুগ যুগ ধরে প্রশংসিত হয়ে চলছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.২

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।**

১. রাবণ ছদ্মবেশে কাকে নিজের রথে করে লঙ্কায় নিয়ে যান?
ক. সীতাকে   খ. সতীকে
গ. সাবিত্রীকে   ঘ. সত্যবতীকে

২. কার সহায়তায় শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করেন?
ক. মারীচের   খ. বালীর
গ. সুগ্রীবের   ঘ. জটায়ুর

৩. রাবণের ঘরে সীতার অবস্থান নিয়ে কাদের মধ্যে কুৎসা রটনা হচ্ছিল?
ক. ব্রাহ্মণদের মধ্যে   খ. মন্ত্রীদের মধ্যে
গ. রানীদের মধ্যে   ঘ. প্রজাদের মধ্যে

৪. শ্রীরামচন্দ্র সরযু নদীতে কিভাবে প্রাণত্যাগ করেন?
ক. যোগবলে   খ. ধ্যানস্থ হয়ে
গ. জলে ডুবে   ঘ. সমাধিযোগে

# পাঠ-৩ শ্রীকৃষ্ণ

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান এ-কথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অবতাররূপে ঈশ্বরের জন্মগ্রহণের কারণ বলতে পারবেন।
- কংস কেন দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জরাসন্ধ ও শিশুপালের কার্যাবলীর বিবরণ দিতে পারবেন।

## বিষয়বস্তু

'ব্রহ্মসংহিতায়' বলা হয়েছে–কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি অনাদি ও অনন্ত সর্ব কারণের কারণ, তিনিই গোবিন্দ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি অসীম, তিনি অনন্ত। তিনি সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্তা; জ্ঞানীর নিকট তিনি নির্বিকার পরব্রহ্ম। যোগীর নিকট তিনি পরমাত্মা, কর্মযোগীর নিকট তিনি ঈশ্বর, আবার ভক্তের নিকট তিনিই পরম করুণাময় ভগবান। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হওয়ায় তার পক্ষে কোন কাজই অসম্ভব নয়। তিনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত হয়েও অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। তবে অবতাররূপে ভগবান বা ঈশ্বরের জন্মগ্রহণের হেতু সম্বন্ধে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

শ্রীকৃষ্ণ

"ধর্মে গ্লানি, অধর্মের হয় যবে বাড়।
হেনকালে জন্ম মোর জান তত্ত্বসার।।
দুষ্টের বিনাশ আর সাধুর রক্ষণে।
যুগে যুগে জন্মি আমি ধর্ম সংস্থাপনে।।"

[অনুবাদ : গীতাধ্যান ; গীতা-৪/৮]

দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন এবং ধর্মরক্ষার জন্য ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

## জন্ম ও শৈশবলীলা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন দ্বাপর যুগে। ভোজরাজ বংশের রাজা কংস তখন মথুরার রাজা। পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে তিনি রাজা হয়েছিলেন। জেঠতুতো বোন দেবকীকে শূর বংশের বসুদেবের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। বর-কনেকে রথে করে নেয়া হচ্ছে। রথের সারথি হচ্ছেন কংস নিজেই। এমন সময় আকাশে দৈববাণী হল–হে নির্বোধ, যাকে তুমি রথে নিয়ে যাচ্ছ, তার গর্ভের অষ্টম সন্তান তোমার প্রাণ হরণ করবে।

দৈববাণী শুনে কংস ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। খড়গ হাতে দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। বর বসুদেব কংসকে বললেন, "দেবকীকে আপনি বধ করবেন না। দেবকীর গর্ভের সকল সন্তানকেই আপনার হাতে তুলে দেওয়া হবে। আপনি তাদের হত্যা করতে পারবেন।" কথা শুনে কংস নিবৃত্ত হল।

দেবকী ও বসুদেবকে কংস কারাগারে রুদ্ধ করে রাখল। কারাগারেই একে একে দেবকীর ছয়টি সন্তানকে জন্মের পরই কংস হত্যা করল। সপ্তম সন্তানের সন্ধান পেল না। দেবকীর অষ্টম গর্ভে এলেন শ্রীকৃষ্ণ। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির সে রাতটি ছিল এক ভীষণ দুর্যোগময় রাত। প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে প্রকৃতি এক ভীষণ মূর্তি ধারণ করেছে। তখন যোগমায়ার প্রভাবে প্রহরীরা হয়েছে অচেতন। দৈব-নির্দেশে বসুদেব সদ্যোজাত পুত্রকে নিয়ে কারাগার থেকে বের হয়ে গোকুলে নন্দরাজ পত্নী যশোদার পাশে রাখলেন এবং তাঁর নবজাত কন্যাকে নিয়ে এসে দেবকীর কোলে দিলেন।

পরদিন ভোরে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানকে বধ করার জন্য কংস ছুটে এলেন কারাগারে। দেবকীর অনেক কাকুতি-মিনতি অগ্রাহ্য করে সে শিশু কন্যাটিকে আছাড় মারার জন্য যেই তুলেছেন, অমনি সে কন্যা ঊর্ধ্ব দিকে চলে যেতে যেতে বলে গেল, "কংস, তোমাকে বধ করার জন্য নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেছেন।" এ কথা শুনে কংস মৃত্যুর আশঙ্কায় দুশ্চিন্তা করতে লাগল।

মথুরার সমস্ত শিশুকে হত্যা করার নির্দেশ দিল কংস। পুতনা বিষাক্ত স্তন দিয়ে অনেক শিশুকে হত্যা করল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই পুতনার স্তন এমন কঠোরভাবে পান করেন যে, যন্ত্রণায় পুতনা সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। এই সংবাদে কংস বুঝতে পারল, কৃষ্ণই তার প্রধান শত্রু।

## বাল্যলীলা

নন্দরাজ পুত্র কৃষ্ণের কল্যাণ কামনায় গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে আশ্রয় নিলেন। যতই দিন যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কংসের আক্রোশ ততই বেড়ে যাচ্ছে। সে অক্রূরকে পাঠাল শ্রীকৃষ্ণের কাছে। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে কংসের নিমন্ত্রণ ও গুপ্ত অভিসন্ধির কথা জানালেন। কৃষ্ণ ও বলরাম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে মথুরায় চলে যান।

মল্লযোদ্ধারা কৃষ্ণ ও বলরামের সাথে যুদ্ধ করে মারা গেল। এই ভীষণ দৃশ্য দেখার পর কংস ক্রোধে, ক্ষোভে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। মল্লক্ষেত্রে উপস্থিত নন্দ, বসুদেব এবং পিতা উগ্রসেনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার নির্দেশ দিল। কংসের এ আদেশ শুনে শ্রীকৃষ্ণ আর বিলম্ব করলেন না। কংসের মঞ্চে লাফিয়ে উঠে তাঁকে চুলে ধরে মাটিতে নামালেন এবং সেখানেই তাকে হত্যা করলেন। কংসের ভাই সুমালি ছুটে আসছিল। বলরাম তাকে বধ করেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দেবকী ও বসুদেবসহ অন্যান্য ব্যক্তিদের মুক্ত করেন এবং কংসের পিতা উগ্রসেনকে মথুরার রাজপদে বরণ করেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় পিতা-মাতার সঙ্গে বাস করতে থাকেন।

## জরাসন্ধ ও শিশুপাল বধ

কংসকে হত্যা করায় তার শ্বশুর অত্যাচারী রাজা জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের ওপর ভীষণ রেগে গেল। শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে মথুরা আক্রমণ করল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অল্প সৈন্য নিয়ে দৈব-অস্ত্রের সহায়তায় জরাসন্ধের বাহিনীকে পরাস্ত করে তাকে বন্দি করলেন। বলরাম জরাসন্ধকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন। কৃষ্ণ তাকে সেবারের মত ছেড়ে দিলেন।

এ ঘটনায় জরাসন্ধ লজ্জাবোধ করল বটে কিন্তু পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পর পর আঠার বার (মতান্তরে সতের বার) মথুরা আক্রমণ করে। পরে শ্রীকৃষ্ণ অতিষ্ঠ হয়ে ভীমসেনকে দিয়ে জরাসন্ধকে বধ করালেন।

## এরপর শিশুপালের কথা

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান প্রদান করেন। এতে চেদিরাজ শিশুপাল রেগে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে শুরু করে। শ্রীকৃষ্ণ এর আগে শিশুপালের অনেক অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু আর নয়, এবার তিনি চক্র দ্বারা শিশুপালের মাথা কেটে ফেললেন। জন্মাবধি কৃষ্ণ বিদ্বেষী সেই শিশুপালকে হত্যা করে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করলেন।

## সারাংশ

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর। অবতাররূপে ঈশ্বর মাঝে মাঝে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। দ্বাপরযুগে বসুদেব দেবকীর সন্তানরূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি প্রতিপালিত হন নন্দ-যশোদার ঘরে। মথুরার রাজা কংস শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সে নিজেই তাঁর হাতে প্রাণ হারায়। কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ এবং চেদিরাজ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের শত্রুতা করে মারা পড়ে। এরা ছিল সবাই অত্যাচারী; এদের মৃত্যুতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৩

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।**

১. ‘কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ঈশ্বর’–এ কথা কোন সংহিতায় বলা হয়েছে?
ক. ঋক্ সংহিতায় খ. ব্রহ্ম সংহিতায়
গ. যজুর্বেদ সংহিতায় ঘ. সামবেদ সংহিতায়

২. দুষ্টের বিনাশ, সাধুদের পরিত্রাণ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে কে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ঈশ্বর খ. ব্রহ্ম
গ. আত্মা ঘ. দেবরাজ

৩. দৈববাণী শুনে কংস কাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল?
ক. বসুদেবকে খ. উগ্রসেনকে
গ. দেবকীকে ঘ. যশোদাকে

# পাঠ-৪ শ্রীকৃষ্ণ

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা বর্ণনা করতে সমর্থ হবেন।
- ধর্মের সারকথা কি তা বলতে পারবেন।
- শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সমন্বয়ী বাণী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## বিষয়বস্তু

### কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা

কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রমুখ কয়েকজন অত্যাচারী রাজার বিনাশ ঘটলেও তখনও বেশ কিছু লোভী অত্যাচারী রাজা রয়ে গেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনাদি শতপুত্র রাজ্য লোভে এক সময় অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ করেছিলেন।

পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলে ছোট ভাই পাণ্ডু রাজা হন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডবেরই রাজ্য পাওয়া উচিত। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ধর্মাধর্ম বিচার না করে পুত্রকে সমর্থন করলেন। দুর্যোধন পাণ্ডবদের বিষ প্রয়োগে এবং আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। শেষ পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য দু'ভাগ করে দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ হল পাণ্ডবদের নতুন রাজধানী।

অর্ধেক রাজ্য লাভ করেও দুর্যোধন খুশি নন। গোটা রাজ্যটাই তার চাই। কপট পাশা খেলায় পাণ্ডবদের হারিয়ে বার বছরের জন্য বনবাসে এবং এক বছরে অজ্ঞাতবাসে পাঠালেন। শর্ত হল, তের বছর পর পাণ্ডবগণকে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

পাণ্ডবগণ ছিলেন ধর্মপরায়ণ। পূর্ব শর্তানুযায়ী পাণ্ডবগণ বনবাস জীবনের পরে দুর্যোধনের নিকট তাদের রাজ্য ফিরে চাইলেন। কিন্তু অতি লোভী দুর্যোধন পাণ্ডবদেরকে 'সূচ্যগ্র মেদিনী' দিতেও সম্মত নন। এতে পাণ্ডবগণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ চাইলেন তাঁরা। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের রয়েছে আত্মীয়তা সম্বন্ধ। এ ছাড়া অর্জুন হলেন শ্রীকৃষ্ণের সখা। দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের সব রকম অন্যায়ের কথা ছিল তাঁর জানা। পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে তিনি গেলেন দুর্যোধনের নিকট। উদ্দেশ্য আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু না, দুর্যোধনের কঠোর মনোভাবের জন্য শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা সফল হল না। ফলে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে যুদ্ধ হল। এই ভীষণ যুদ্ধে উভয়পক্ষের বহু লোক, বহু রাজা ও যোদ্ধা নিহত হলেন। যুদ্ধ শেষে ধর্মপ্রাণ পাণ্ডবগণ রাজ্য শাসনের ভার পেলেন। ধর্মের পতাকা উত্তীর্ণ হল। অধর্মের বিনাশ হল। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। যুধিষ্ঠির রাজা হলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পাণ্ডবগণ নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন।

### শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। তবে সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী যা পুস্তকাকারে নাম হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বক্ষণে পাণ্ডবদের সেনাপতি অর্জুন হঠাৎ তাঁর রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "আমি যুদ্ধ করব না, যুদ্ধ করলে আত্মীয়-স্বজন, পিতামহ ভীষ্ম, গুরুদেব দ্রোণাচার্য প্রমুখ পূজনীয় ব্যক্তিদেরকে হত্যা

করতে হবে। এছাড়া উভয়পক্ষের রাজন্যবর্গ, সৈন্য-সামন্ত নিহত হলে দেশ ও সমাজের অকল্যাণ হবে। এটি হবে অধর্মচারণ ; সুতরাং আমি যুদ্ধ করব না।"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানোর ইচ্ছায় ধর্মের সার কথা তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, "দেখ অর্জুন, তুমি জ্ঞানবান, শ্রেষ্ঠ বীর। তুমি কি জীবনে মঙ্গল লাভ করতে চাও? জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর লাভ। যুদ্ধ করেও তুমি ভগবানের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। তুমি সর্বতোভাবে একমাত্র ভগবানের শরণ লও। তিনি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন।"

শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশবাণীর মধ্যে রয়েছে সনাতন ধর্মের মূল কথা। এ কথা শুধু রাজার পক্ষে নয়, শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, সবার পক্ষে, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর উপযোগিতা রয়েছে। ভগবানে মন নিবিষ্ট করে সাধক অনাসক্তভাবে কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়েই ভগবানের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন। ঈশ্বর আরাধনার বিভিন্ন পথ আছে, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। যে কোন পথ ধরে সাধনা করলেই ভগবানকে লাভ করা যায়। নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে হয় জ্ঞানের উদয় এবং সে জ্ঞান ভক্তির সহযোগে সাধককে ভগবানের চরণে পৌঁছে দেয় এটাই গীতার সমন্বয়ের বাণী।

## লীলা সংবরণ

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন। বলরাম ধ্যানযোগে দেহ ত্যাগ করলে শ্রীকৃষ্ণও নশ্বর দেহ ত্যাগ করার সংকল্প করেন। বনে প্রবেশ করে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বসে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। এমন সময় জরা নামক এক ব্যাধ দূর থেকে হরিণ ভেবে তাঁর চরণে শরবিদ্ধ করল। ঐ শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ ইহলীলা সংবরণ করেন।

### শ্রীকৃষ্ণের বাণী [গীতার অনুবাদ থেকে সংগৃহীত]

১। আত্মার অমরতা বিষয়ে

ক. জেন অবিনাশী আত্মা সর্বব্যাপী হয়ে।
রয়েছেন কেহ নারে নাশিতে অব্যয়ে।। ২/১৭

খ. আত্মা হন্তা আত্মা হত অজ্ঞানীরা কয়।
আত্মা নাহি করে হত্যা হত নাহি হয়।। ২/১৯

গ. অজ-নিত্য আত্মা সে যে জন্ম মৃত্যু হীন।
জন্মিয়া মরিলে পুনঃ নহে জন্মহীন।
দেহ নাশে নাহি নাশ শাশ্বত পুরাণ।
আত্মার স্বরূপ এই জানে জ্ঞানবান।। ২/২০

২। ভগবান লাভ করা বিষয়ে

ক. মৃত্যুকালে স্মরি মোরে যার দেহ যায়।
দেহান্তে সে পায় মোরে সন্দেহ কি তায়।। ৪/৫

খ. যে যে-ভাব চিন্তি নর দেহ ত্যাগ করে।
দেহ অন্তে সেই ভাবে স্থিত হয় নরে।। ৮/৬

গ. নিত্যকাল স্মরি মোরে যুদ্ধ কর তুমি।
মন বুদ্ধি সমর্পিলে লভ্য হব আমি।। ৮/৭

৩। মুক্তির আশ্বাস বিষয়ে

সর্বধর্ম পরিত্যাগ করি অনুক্ষণ।
একমাত্র আমাকেই কর হে স্মরণ।

সর্ব পাপ হতে মুক্ত করিব নিশ্চয়।
শোক নাহি কর তুমি ওহে ধনঞ্জয়।। ১৮/৬৪

## সারাংশ

কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে রাজ্য নিয়ে বিবাদ। শ্রীকৃষ্ণ মীমাংসার চেষ্টা করে সফল হতে পারলেন না। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হল। বহুলোক প্রাণ হারাল। যুদ্ধে পাণ্ডবগণ জয়লাভ করলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন তাঁরা। ধার্মিক পাণ্ডবদের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য হল ধর্মরাজ্য।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বক্ষণে অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হন। তিনি যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নেন। এমন অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ তাকে যে উপদেশ দেন সেটিই শ্রীমদ্ভবগবদগীতা। ঈশ্বর বা মোক্ষ লাভই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সাধন পথেই ঈশ্বর লাভ সম্ভব। যিনি মনকে সর্বক্ষণ ঈশ্বরের চিন্তায় নিযুক্ত রাখেন তিনি সহজেই ঈশ্বরের কৃপা পেয়ে থাকেন। একান্তভাবে শরণাগত ব্যক্তিকে ভগবান সকল রকম পাপ থেকে উদ্ধার করেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৪

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।**

১. পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে না দেয়ায় কোন যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল?
ক. কুরুক্ষেত্র খ. হস্তিনাপুর
গ. পলাশী ঘ. ইন্দ্রপ্রস্থ

২. আলোচনার মাধ্যমে কুরু-পাণ্ডবদের বিবাদ মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন কে?
ক. যুধিষ্ঠির খ. শ্রীকৃষ্ণ
গ. দুর্যোধন ঘ. ভীষ্মদেব

৩. জীবনের পরম উদ্দেশ্য কি?
ক. ধন-সম্পদ লাভ খ. স্বর্গ লাভ
গ. রাজ্য লাভ ঘ. ঈশ্বর লাভ

# পাঠ-৫ শ্রীচৈতন্য [জন্ম-অধ্যাপনা]

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- ♦ শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও তাঁর মাতা-পিতা সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- ♦ সে সময়কার সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ♦ শ্রীচৈতন্যের সংসার জীবনের পরিচয় দিতে পারবেন।
- ♦ শ্রীচৈতন্যের অধ্যাপনা জীবনের প্রশংসনীয় ঘটনার বিবরণ দিতে পারবেন।

## বিষয়বস্তু

### জন্ম ও বাসস্থান

পাঁচ'শ বছরেরও আগের কথা। ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচীদেবী। এঁদের উভয়েরই পৈত্রিক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলায়। জগন্নাথ মিশ্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে আসেন। শিক্ষা শেষ করে স্থায়ীভাবে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন অতিশান্ত প্রকৃতির ও ধার্মিক পুরুষ। তার স্ত্রী শচীদেবীও ছিলেন পরম ভক্তিমতী রমণী। ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হয়ে একদিন যখন গঙ্গাস্নান করছিলেন তখন অলৌকিকভাবে গঙ্গার স্রোতের বিপরীত দিক থেকে একটি তুলসীপত্র ভাসতে ভাসতে এসে শচীদেবীর নাভি স্পর্শ করে। এ ঘটনার কিছুদিন পর তাঁর গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই ছেলেই পরবর্তীকালের শ্রীচৈতন্য।

*শ্রীচৈতন্য*

শ্রীচৈতন্যের বাল্যনাম নিমাই। কারও মতে তিনি নিম গাছের নিচে জন্মেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় নিমাই। আবার কেউ কেউ মনে করেন, শচীদেবীর আটটি কন্যা সন্তান মারা যাওয়ায় তিনি যমের মুখে নিম-তেতো দেবার জন্য ছেলের নাম রাখেন নিমাই। অন্নপ্রাশনের সময় তাঁর সোনার বরণ দেহ দেখে নাম রাখেন গৌরাঙ্গ। সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৌরাঙ্গ হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্য। আবার ইনিই ভক্তের কাছে নবদ্বীপচন্দ্র, মহাপ্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর।

## সামাজিক অবস্থা

শ্রীচৈতন্য যখন আবির্ভূত হন তখন এ দেশের সামাজিক অবস্থা ভাল ছিল না। হৃদয়বান মানুষের, বড়ই অভাব ছিল। দেশে ধনৈশ্বর্য ছিল, বিদ্যাবত্তা ছিল, পাণ্ডিত্যও ছিল, ধর্মতত্ত্বের আলোচনাও ছিল। কিন্তু জীবনে সে সব জ্ঞানের অনুভব ছিল না। ফলে ধর্ম শুধুমাত্র কতকগুলো প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'– অর্থাৎ জগতের সব কিছুই ব্রহ্ম – এ কথার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেবার লোকের অভাব ছিল না। হয়তো দেখা গেল যে পণ্ডিত প্রবর এই মন্ত্রের সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন, তিনিই স্নান করে জল বা শালগ্রাম নিয়ে যাবার সময় অন্যের স্পর্শ এড়িয়ে চলছেন। আপনি যদি তাঁকে ছুঁয়ে দেন, অমনি তিনি বলে উঠলেন, "তুমি আমায় ছুঁয়ে দিলে কেন? আমার গঙ্গা, আমার শালগ্রাম অপবিত্র হল ইত্যাদি।" 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' – এই মন্ত্র যে জীবনে আচরণের মধ্যে রূপ দিতে হবে, এ কথা পণ্ডিত মশায়ের মনে নেই। এরূপ অবস্থায় জাতিভেদের কুসংস্কারে সমাজের নীচ শ্রেণীর লোকেরা উচ্চ শ্রেণীর লোকদের হাতে নির্যাতিত হয়ে দলে দলে অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ প্রবল হয়েছিল, কিন্তু ছিল না মানুষে মানুষে ভালবাসা বা প্রেম। সেই মরণোন্মুখ জাতিকে বাঁচাবার জন্য নাম-প্রেম নিয়ে নদীয়ায় অবতীর্ণ হলেন শ্রীচৈতন্য।

## শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য

পিতা-মাতার স্নেহ-যত্নে দুরন্ত বালক নিমাই বড় হতে লাগলেন। কিন্তু তার দুরন্তপনা কমছে না। এদিকে মাত্র দশ-এগার বছর বয়সেই তাঁর পিতা মারা যান। বালক নিমাইকে নিয়ে শচীদেবীর চিন্তার অন্ত নেই। নিমাইয়ের শিক্ষা-দীক্ষার সমগ্র দায়িত্ব এসে পড়ে বিধবা মায়ের ওপর। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়েন নিমাই। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। তারপর নিজেই টোল খুলে অধ্যাপনার কাজ শুরু করলেন। ছাত্র-মহলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

"নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি।
সর্ব নবদ্বীপে সর্বলোকে হৈল ধ্বনি।।"

নিমাইকে বিয়ে দিতে মা শচীদেবী উপযুক্ত পাত্রী খুঁজছেন। বল্লভাচার্যের সুলক্ষণা কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর পছন্দ হল। শচীদেবী যৌতুকপত্রের কোন কথা তুলবেন না। পণপ্রথার বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারঘাত করলেন তিনি। শুভক্ষণে লক্ষ্মীদেবীর সাথে নিমাই পণ্ডিতের বিয়ে হয়ে গেল।

নিমাই পণ্ডিতের মধ্যে যে এক অলৌকিক প্রতিভা রয়েছে তা একদিন হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটে কাশ্মীরের প্রখ্যাত পণ্ডিত কেশব মিশ্রকে নিয়ে। কেশব মিশ্র কাশী, কাঞ্চী, নালন্দা প্রভৃতি স্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদেরকে শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত করেছেন। এবার তিনি উপস্থিত হয়েছেন নবদ্বীপে। এখানে এসে তিনি সগর্বে পণ্ডিতদেরকে বললেন, "হয় তর্ক বিচার করুন, না হয় জয়পত্র লিখে দিন।" তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ বেশ কিছুটা ভীত হয়ে পড়েন। অবশেষে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সামনে এসে দাঁড়ালেন তরুণ পণ্ডিত নিমাই। গঙ্গাতীরে দু'জনের মধ্যে আলাপ পরিচয় হল। নিমাই পণ্ডিতের অনুরোধে কেশব মিশ্র তৎক্ষণাৎ ঝড়ের গতিতে স্বরচিত শতাধিক শ্লোকে গঙ্গাস্তোত্র বলে গেলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত আরম্ভ করলেন পণ্ডিতপ্রবর কেশব মিশ্রের শ্লোকগুলোর সমালোচনা। শব্দ ও ভাবের অশুদ্ধি, ভুল অলঙ্কার প্রয়োগ সবকিছু ত্রুটি দেখিয়ে দিলেন নিমাই। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। তিনি নিমাই পণ্ডিতের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গেলেন। এই ঘটনার পর নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়।

কিছুদিন পর নিমাই একবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসেন। ভ্রমণ শেষ করে নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে শোক সংবাদ পেলেন; স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী সর্প দংশনে মারা গেছেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে নিমাই শোকাভিভূত। সংসার তাঁর কাছে ভাল লাগছে না। ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে ধর্মানুরাগ প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। শচীদেবী পুত্রকে সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইয়ের বিয়ে দিলেন। সংসারে পুনরায় শান্তি ফিরে এল।

## সারাংশ

শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী। প্রতিভাবান নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে পড়াশুনা করার পর নিজেই টোল খুলে অধ্যাপনা করতে থাকেন। কাশ্মীরের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব মিশ্রকে পাণ্ডিত্যের প্রতিযোগিতায় পরাভূত করায় নিমাই-এর পণ্ডিতের খ্যাতি বেড়ে যায়। প্রথম স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী সর্পাঘাতে মারা গেলে নিমাই পুনরায় বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করে সংসার করতে থাকেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৫

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।**

১. শ্রীচৈতন্যের পিতা ও মাতার নাম কি?
ক. জগন্নাথ ও শচীদেবী
খ. বিশ্বনাথ ও ভবানী দেবী
গ. ভূতনাথ ও পার্বতী দেবী
ঘ. কল্পনাথ ও রতিদেবী

২. শ্রীচৈতন্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন সমাজে কি ধরনের মানুষের বড়ই অভাব ছিল?
ক. ধনবান
খ. জ্ঞানবান
গ. ধর্মপ্রাণ
ঘ. হৃদয়বান

৩. শ্রীচৈতন্যের অধ্যাপনা জীবনের প্রশংসনীয় ঘটনা কি?
ক. গ্রন্থ রচনা করা
খ. কেশব মিশ্রকে পরাজিত করা
গ. টোল প্রতিষ্ঠা করা
ঘ. পুরস্কার লাভ করা

# পাঠ-৬ শ্রীচৈতন্য [কৃষ্ণভক্ত, সন্ন্যাস গ্রহণ ও লীলাবসান]

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- নিমাই কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিত্যানন্দকে কে, কোথায় আবিষ্কার করেন তা বলতে পারবেন।
- শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস জীবনের বিবরণ দিতে পারবেন।
- শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্মের আদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন।

## বিষয়বস্তু

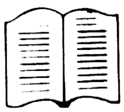

### কৃষ্ণভক্ত নিমাই

পরলোকগত পিতার পিণ্ডদান করার উদ্দেশ্যে নিমাই গয়াধামে গেলেন। সেখানে পৌঁছবার পর নিমাইয়ের জীবনে এক পরিবর্তন দেখা দিল। ভক্তিসিদ্ধ মহাবৈষ্ণব ঈশ্বরপুরীর নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে নিমাই এক নতুন মানুষ হয়ে গেলেন। তিনি কৃষ্ণভক্ত হয়ে পড়লেন। গয়াধাম থেকে নবদ্বীপে ফিরে এলেন নিমাই। এখন তিনি পূর্বের গৃহী, অহংকারী নিমাই পণ্ডিত নন। তিনি কৃষ্ণবিরহে কাতর এক নতুন মানুষ, মহাপ্রেমিক সাধক। কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন আর নয়ন থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। কৃষ্ণ বিরহের জ্বালায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। মুখে শুধু এক কথা, আমার কৃষ্ণ কই? ছাত্ররা পড়তে আসে, পড়ানো হয় না। ছাত্রদের নিয়ে তিনি নামকীর্তন শুরু করে দেন।

এই সময় নবদ্বীপের কয়েকজন বৈষ্ণব নিমাইয়ের মধ্যে খুঁজে পেলেন তাঁদের নতুন নেতাকে। শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, হরিদাস, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ নিমাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে নামকীর্তন করেন। ভক্তদের কাছে নিমাই হলেন গৌরাঙ্গ, গৌরসুন্দর। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্তন হচ্ছে। কীর্তন বিরতি দিয়ে ভক্তদের নিয়ে গৌরাঙ্গ সোজা ননন্দাচার্যের গৃহে যান। সম্মান থেকে আত্মগোপনকারী মহাপুরুষ নিত্যানন্দকে নিয়ে আসেন তিনি। এই নিত্যানন্দই পরবর্তী সময়ে হলেন গৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ। গৌরের নামের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে গেলেন - "গৌর নিতাই" ভক্তমুখে এক অবিচ্ছেদ্য নাম।

গৌরাঙ্গ স্থির করলেন, তাঁর প্রেম-ভক্তির ধর্মকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবেন। এই কাজে নিয়োগ করলেন দুই শ্রেষ্ঠ পার্ষদ- নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে তাঁদের ধর্ম প্রচার চলতে থাকে। জগাই-মাধাইসহ নবদ্বীপের কাজী শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের প্রেমপূর্ণ ক্ষমায় নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ভক্তির ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। এভাবে ক্রমেই ভক্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

### সন্ন্যাস গ্রহণ ও লীলাবসান

গৌরাঙ্গ ভাবছেন তাঁর প্রেম-ভক্তির ধর্ম কি করে বিশ্বমানব কল্যাণে লাগাতে পারেন। প্রেমধর্মের বাণী দেশে দেশে জনে জনে প্রচার করবেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সংসারধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। অনেক কষ্টে মা ও স্ত্রীকে বুঝিয়ে তিনি সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তাঁর নাম হলো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। মায়ের অনুরোধে তিনি উড়িষ্যায় নীলাচলে থেকে মায়ের খবরাখবর নিতে সম্মত হলেন। শ্রীচৈতন্য জীবনের শেষ অবধি মায়ের খবরাখবর নিয়েছিলেন। এরপর তিনি প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য পুরী হয়ে দাক্ষিণাত্যে এবং পরে বৃন্দাবনে যান। সেখানে লুপ্ত তীর্থগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করেন। এ সময় শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিত ভক্তগণ তাঁর সাথে মিলিত হন। তাঁদের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রেমভক্তির ধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। এঁরা বৈষ্ণব ধর্মের বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

বৃন্দাবন থেকে একবার শ্রীচৈতন্য কাশীধামে এসে উপস্থিত হন। কাশীধামে তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণের প্রবল প্রতাপ। শ্রীচৈতন্য সেখানে উপস্থিত হলে তাঁদের সঙ্গে ধর্মের নানা বিষয়ে বিচার হয়। স্বামী প্রকাশানন্দ শ্রীচৈতন্যকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে সন্ন্যাসী তুমি সন্ন্যাসীর ধর্ম পরিত্যাগ করে উন্মাদের মত করছ কেন?' উত্তরে শ্রীচৈতন্য বললেন, "আমার গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন, তোমার বেদান্তে অধিকার নেই। কলিকালে নাম জপই সার। তুমি কেবল কৃষ্ণনাম জপ কর। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধনা।" বৃহন্নারদীয় পুরাণ থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিলেন–

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

"আমি গুরুর সেই উপদেশ পালনে পাগল হয়েছি।" এ কথা বলে শ্রীচৈতন্য হরিনামের মহিমাসূচক বিচার শুরু করলেন। বিচারে পরাজিত হয়ে স্বামী প্রকাশনান্দসহ আরও অনেক মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম গ্রহণ করলেন। এভাবে কাশীধামে হরিনামের ধ্বজা তুলে শ্রীচৈতন্য পুনরায় নীলাচলে গমন করেন।

জীবনের শেষ আঠার বছর শ্রীচৈতন্য নীলাচলেই অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি প্রায়ই দিব্যভাবে বিভোর থাকতেন। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে (১৪৫৫ বঙ্গাব্দে) আষাঢ় মাসে একদিন শ্রীচৈতন্য দিব্যভাবাবেশে জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করলেন। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সবাই বাইরে; ভিতরে রইলেন প্রভু আর জগন্নাথ। যখন কপাট খুলল তখন প্রভুকে আর দেখা গেল না। অনেকের ধারণা, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদেবের বিগ্রহে লীন হয়ে গেছেন।

**শ্রীচৈতন্যের উপদেশ :**

১। উত্তম হওয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।।

২। কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।।

৩। নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুলে বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।।

৪। কি ভোজনে কি শয়নে কি বা জাগরণে।
অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

## সারাংশ

গয়াধামে গিয়ে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিমাই কৃষ্ণভক্ত হন। গৃহে ফিরে তিনি কৃষ্ণ কীর্তনে মেতে ওঠেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। প্রেমভক্তি ধর্ম দিয়ে জগতের কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পুরীধাম হয়ে দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন এবং কাশীধামে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। অবশেষে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে জগন্নাথ মন্দিরের বিগ্রহের সঙ্গে লীন হয়ে যান।

শ্রীচৈতন্যের মতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণভক্ত সম্মানের পাত্র।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৬

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।**

১. কোন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে নিমাই কৃষ্ণভক্ত হয়ে পড়েন?
ক. বৈষ্ণব ধর্মে খ. শাক্ত ধর্মে
গ. শৈব ধর্মে ঘ. তান্ত্রিক ধর্মে

২. শ্রীচৈতন্য কার গৃহে নিত্যানন্দকে আবিষ্কার করেন?
ক. নন্দন আচার্যের গৃহে খ. অদ্বৈত-আচার্যের গৃহে
গ. বাসুদেব আচার্যের গৃহে ঘ. শ্রীবাস আচার্যের গৃহে

৩. শ্রীচৈতন্যকে কে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করেন?
ক. দেবেশ ভারতী খ. যোগেশ্বর ভারতী
গ. কেশব ভারতী ঘ. দীনেশ ভারতী

## রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব সম্পর্কিত কাহিনী বর্ণনা করুন। [পাঠ - ১ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ]
২. শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর বিবরণ দিন। [পাঠ - ১ চার-পাঁচ অনুচ্ছেদ]
৩. কি কারণে শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে যেতে হয়? তাঁর বন গমনের কাহিনী বর্ণনা করুন। [পাঠ - ১ শেষাংশ দেখুন]
৪. লঙ্কা থেকে সীতা উদ্ধারের বিবরণ দিন। [পাঠ - ২ তিন-চার অনুচ্ছেদ পড়ুন]
৫. লক্ষ্মণ বর্জন ও শ্রীরামচন্দ্রের দেহত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করুন। [পাঠ - ২ শেষাংশ দেখুন]
৬. ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৩ প্রথম অনুচ্ছেদ দেখুন]
৭. শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও শৈশবলীলা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৩ জন্ম ও শৈশবলীলা দেখুন]
৮. কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ কি? এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৪ প্রথম তিন অনুচ্ছেদ দেখুন]
৯. শ্রীমদ্ভগবদগীতার উদ্ভব হয় কিভাবে? ধর্মের সারকথা বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অংশ পড়ুন]
১০. শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব সময়ে সমাজ জীবনের অবস্থা বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৫ সামাজিক অবস্থা দেখুন]
১১. পণ্ডিত কেশব মিশ্রের নবদ্বীপ আগমন ও সেখানকার ঘটনাবলী বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৫ শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যাংশ দেখুন]
১২. প্রেমভক্তির ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য কোথায় কোথায় গিয়ে কি কি করেছিলেন? [পাঠ - ৬ সন্ন্যাস গ্রহণ ও লীলাবসান দেখুন]
১৩. কলিকালের সাধন সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য কি বলেছিলেন? [পাঠ-৬ সন্ন্যাস গ্রহণাংশ দেখুন]
**১৪. সংক্ষেপে উত্তর দিন :**
ক. রাজর্ষি জনক সীতার বিয়ে দেওয়ার জন্য কি শর্ত করেছিলেন? [পাঠ - ১ পঞ্চম অনুচ্ছেদ দেখুন]
খ. রামচন্দ্র বনবাস থেকে ফিরে আসতে সম্মত না হলে ভরত কি করেছিলেন? [পাঠ - ১ শেষাংশ দেখুন]
গ. ভগবান কি হেতু অবতাররূপে আসেন? [পাঠ - ৩ প্রথমাংশ দেখুন]

ঘ. যুদ্ধ না করার জন্য অর্জুন কি কি যুক্তি দেখিয়েছিলেন?
[পাঠ - ৪ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাংশ দেখুন]

ঙ. শ্রীচৈতন্য কোথায় কিভাবে ইহলীলা সংবরণ করেন? [পাঠ - ৬ শেষাংশ পড়ুন]

## উত্তরমালা

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.১**
১. ক ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. ঘ

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.২**
১. ক ; ২. গ ; ৩. ঘ ; ৪. ক

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৩**
১. খ ; ২. ক ; ৩. গ

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৪**
১. ক ; ২. খ ; ৩. ঘ

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৫**
১. ক ; ২. ঘ ; ৩. খ

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৬**
১. ক ; ২. ক ; ৩. গ